

ফিজিওথেরাপি কলেজের জমিতে বস্তি

নজরুল ইসলাম •

রাজধানীর মহাখালীতে ফিজিওথেরাপি কলেজের জন্য বরাদ্দ সোয়া পাঁচ একর জমিতে গড়ে ওঠা অবৈধ বস্তি উচ্ছেদ হচ্ছে না। ফলে সাত বছর ধরে কলেজের ভবন নির্মাণকাজ অটকে আছে।

বস্তিবাসীর পক্ষ থেকে করা রিট আবেদনের নিষ্পত্তি করে হাইকোর্ট ২৮ মাস আগে সেখানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে ফিজিওথেরাপি কলেজ নির্মাণে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অধিদপ্তর বস্তি উচ্ছেদে কোনো উদ্যোগই নেয়নি। শ্রমিক লীগের নেতা নামধারী, সরকারি কর্মচারী ও বিভিন্ন ব্যক্তি এসব বস্তিঘর তৈরি করে ভাড়া দিয়েছেন। বস্তিকে কেন্দ্র করে চলছে মাদকের ব্যবসা ও ছিনতাই। আর নিজস্ব কলেজ ভবনের অভাবে শিক্ষার্থীদের জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (পসু হাসপাতাল) এবং নগরীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্লাস করে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। এতে করে তাঁদের শিক্ষা কার্যক্রমেও ঘটছে ব্যাঘাত।

বস্তিবাসীর পক্ষে ছমায়ন কবির নামের এক ব্যক্তির করা রিটের নিষ্পত্তি করে ২০১৩ সালের ১৭ জুন রায় দেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নাসিমা হায়দার ও বিচারপতি জাফর আহমদ। রায়ে বলা হয়, সরকারের অধিগ্রহণ করা জমিতে আবেদনকারীর থাকার আইনগত অধিকার নেই। রায়ে আবেদনকারীসহ অবৈধ দখলদারদের দুই মাসের সময় দিয়ে ফিজিওথেরাপি কলেজের জন্য জমি ছেড়ে দিতে বলা হয়। পাশাপাশি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্টদের কলেজ ভবন নির্মাণে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক দীন মোহাম্মদ নুরুল হক প্রথম আলোকে বলেন, তিনি এখনো হাইকোর্টের আদেশ পাননি।

ফিজিওথেরাপির বিভিন্ন বর্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা জানান, কলেজ ভবন নির্মাণের

দাবিতে তাঁরা কয়েক বছরে রাজধানীতে চার দফায় ২৪ দিন আমরণ অনশনসহ অবস্থান ধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন, সংবাদ সম্মেলন ও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন। এত কিছুর পর ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে মহাখালীর আইপিএইচ (জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট) স্কুল অ্যান্ড কলেজের সীমানাপ্রাচীরের দক্ষিণ পাশে ফিজিওথেরাপি কলেজের জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০১০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ওই জায়গায় কলেজ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রুহুল হক।

সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের পর ভবন নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় সন্ত্রাসীদের বাধায় নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর পর ওই খালি জমিতে পর্যায়ক্রমে দুই হাজারের বেশি বস্তিঘর গড়ে ওঠে।

আইপিএইচ বস্তি হিসেবে পরিচিত ওই বস্তিতে গিয়ে দেখা যায়, ভিত্তিপ্রস্তর ও সীমানাপ্রাচীরের কোনো চিহ্নই নেই। আইপিএইচ স্কুলের সীমানাপ্রাচীরের উত্তর পাশে টিনের চাল দিয়ে তৈরি অসংখ্য ঘর। সামনের সারিবদ্ধ ঘরগুলোতে রয়েছে মুদিখানা, সেলুন,

রেস্তোরাঁ ও ওষুদের দোকান। বস্তিতে আছে অবৈধ বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের সংযোগ। একজন বস্তিবাসী জানান, তিনি ছোট দুটি ঘরের জন্য মাসে চার হাজার টাকা ভাড়া দেন। বড় আয়তনের একটি ঘরের ভাড়া মাসে তিন হাজার টাকা। বস্তিতে মাদকের ব্যবসাও চলে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ১০ জন বস্তিবাসী জানান, শ্রমিক লীগের স্থানীয় নেতা পরিচয় দেওয়া দিদার, শাহ আলম, নাসির ওরফে হাতকাটা নাসির ও তাঁদের সহযোগী আজিজ, আবদুল জলিল, শামীম, সুমন, সোবহান এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেটিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন (নিপসম) ও আইপিএইচের কতিপয় কর্মচারী এসব ঘরের মালিক।

বনানী থানা সূত্রে জানা গেছে, সন্ত্রাসী নাসির তাঁর সহযোগী শামীম হত্যায় মামলার আসামি। বনানী থানায় জলিলের বিরুদ্ধে সাতটি মামলা আছে। দিদার চাঁদাবাজ হিসেবে পরিচিত।

আবদুল জলিল নিজেকে আইপিএইচ মসজিদপাড়া ইউনিট শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দাবি করে বলেন, 'আইপিএইচ বস্তিতে আমার কয়েকটা ঘর আছে। আমার অপরাধ একটাই—আমি বস্তির ঘরে বিদ্যুৎ-সংযোগ দিই এবং এসব সংযোগ থেকে নিজের ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় চার্জ দিই।' তিনি জানান, র্যাবের ক্রসফায়ারে তিনি একটি পা হারিয়েছেন, গুলিবিদ্ধ অন্য পাটাও অকেজো। তাঁর বিরুদ্ধে র্যাবের দেওয়া সাতটি মামলা আছে। তাঁর পাশাপাশি দিদার, নাসির, আজিজ ও শামীমও বস্তি নিয়ন্ত্রণ করেন। অন্যদের ফোনে পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া নিপসম এবং আইপিএইচের যেসব কর্মচারীর বিরুদ্ধে বস্তিতে ঘর তোলার অভিযোগ রয়েছে ওই দুটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তাঁদের পাওয়া যায়নি।

বনানী থানার ওসি সাল্লাহউদ্দিন খান বলেন, আইপিএইচ বস্তিতে অভিযান চলছে। এর আগে মাদক রাখার দায়ে প্রায়মাণ আদালত তিন নারীকে কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। বস্তি সন্ত্রাসীদের আশ্রয়। ওই জমিতে কলেজ গড়ে উঠলে বস্তি উঠে যাবে এবং এলাকাও মাদকমুক্ত হবে।

বেহাল ফিজিওথেরাপি শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক •

দেশে ফিজিওথেরাপি স্নাতক কোর্সের জন্য স্তরত কোনো কলেজ নেই—মাত্র চারজন শিক্ষক দিয়ে ফিজিওথেরাপি শিক্ষা কার্যক্রম চলছে।

ফিজিওথেরাপির চূড়ান্ত বর্ষের শিক্ষার্থী এস এম দবির হোসেন বলেন, শিক্ষকের সংকটে শিক্ষার্থীরা সেশনভূটে আটকা পড়ে আছেন। এডহক ভিত্তিতে ফিজিওথেরাপি শিক্ষক নিয়োগের সরকারি ঘোষণা থাকলেও নিয়োগ দেওয়া হয় না। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (পসু হাসপাতাল) ছোট তিনটি শ্রেণিকক্ষে প্রায় ২০০ শিক্ষার্থীর ফিজিওথেরাপি শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এতে ঠিকমতো ক্লাসও হয় না।

চূড়ান্ত বর্ষের আরেক শিক্ষার্থী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, নানা সংকটে ফিজিওথেরাপি শিক্ষার মান কমছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউটে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে গিয়ে নানা ভোগান্তিতে পড়তে হয়।

বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি দলিপুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, কলেজ ভবন নির্মাণে আইনি জটিলতার অবসান হলেও ফিজিক্যাল মেডিসিনের কতিপয় চিকিৎসকের বাধায় কলেজের নির্মাণকাজ অটকে আছে। জাতীয় স্বার্থের বিবেচনায় সাড়া দিয়ে কলেজ ভবন নির্মাণের বিষয়টি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ফরিদউদ্দিন বলেন, দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশই বাতব্যাথায় আক্রান্ত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত (প্যারালাইসিস), পসু ও বিকলাঙ্গ। এমন রোগীদের প্রধান চিকিৎসাই ফিজিওথেরাপি। কিন্তু ফিজিওথেরাপি পেশাকে একটি মহল অবজ্ঞা করছে।